



CFS Operations BACK TO NORMAL

March 24, 2020

Dear Valued Customer,

The disruption in work at multiple CFS facilities in Chattogram has ended earlier last night with resumption of full-fledged operations for Maersk, Safmarine and Sealand from today morning.

Customer specific impact, if any, will be communicated to you by respective desks in due course of time.

Yours Sincerely,

Sealand – A Maersk Company Asia

ICDs stop carrying cargoes to hike tariff

The owners of private inland container depots (ICDs) stopped transporting export containers of three foreign companies since yesterday morning to press home their long demand of a 22 per cent rise in tariff. Denmark-based Maersk and Hong Kong-based Gold Star Line and Orient Overseas Container Line carry 60 to 65 per cent of the country's export cargoes to buyers. Businesses now fear they would miss shipment deadlines because of the halt in loading from all the 18 ICDs.

To solve the issue, the leaders of the Bangladesh Container Shipping Association, one of the ICD users, sat in an urgent meeting yesterday. "But it ended without any solution," said an official present in the meeting. It would be a fresh blow to the country's export sector which has been experiencing a downward trend from last year, said Nasir Uddin Chowdhury, chairman of the standing committee on port and shipping of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

The disruption took place at a time when businesses have been struggling because of the coronavirus outbreak in China, he said. The ICD owners are trying to impose additional charges on different stakeholders separately, which is a violation of the ICD policy, said Khairul Alam Sujan, a director of the Bangladesh Freight Forwarders Association. They called the work abstention without any prior announcement when a tariff committee formed by the shipping ministry is working to review the ICD charges, he said. Maersk Bangladesh informed its customers about the trade disruption through a letter yesterday.

Trucks and lorries carrying export-oriented goods which were scheduled to be transported by the containers of these three companies were not allowed to enter the ICDs since morning, said Delwar Hossain, senior general manager of Trident Shipping Line Ltd, the local agent of Gold Star Line. "We came to know about the sudden decision only when one of our client-exporters informed in the morning that five vehicles carrying refrigerated containers loaded with potato were barred from entering an ICD."

Later, they came to know that the ICDs stopped transporting containers of two other companies as well, he said. "I think they started it with three of us with an ill-motive as they would try to do it with others in phases." The ICDs have been demanding for a raise in tariff for the last couple of years, but it was opposed by the major stakeholders, including the BGMEA and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association.

Around 90 per cent of the country's export goods, including garment products, are first brought from across the country to these ICDs for completing customs procedures before they are loaded into containers and taken to Chattogram port for shipment. Two weeks ago, 2,631 twenty-foot equivalent units of containers missed shipment deadline, as the drivers and helpers of prime mover-trailers refrained from operating the vehicles for around 80 hours.

This time, it is very unfortunate that the ICD owners, who are also part of the business community, are hampering the supply chain, Chowdhury said. BAFFA President Kabir Ahmed met with Khalid Mahmud Chowdhury, state minister for shipping, yesterday afternoon to talk over the issue. The state minister has asked the shipping secretary to solve the matter as early as possible, Ahmed said.

Despite repeated attempts, this correspondent failed to reach Nurul Qayyum Khan, president of the Bangladesh Inland Container Depots Association, for comments.

প্রথম আলো

রপ্তানি পণ্য পরিবহন বন্ধ করে দিলেন ডিপো মালিকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

১১ মার্চ ২০২০, ১৫:৫১

তিনটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কনটেইনারে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি পণ্য পরিবহন বন্ধ করে দিয়েছে ডিপো পরিচালনাকারীরা। আজ বুধবার সকাল থেকে চট্টগ্রামের ১৮টি কনটেইনার ডিপোতে এই তিন প্রতিষ্ঠানের কনটেইনারে কোনো রপ্তানি পণ্য বোঝাই করা হচ্ছে না। বাড়তি মাশুল আদায়ের দাবিতে কোনো ঘোষণা ছাড়াই এই কার্যক্রম শুরু করেন ডিপোর মালিকেরা।

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের আনুমানিক ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ এই তিন প্রতিষ্ঠানের কনটেইনারে করে বিদেশি ক্রেতাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। প্রথমে রপ্তানিমুখি কারখানা থেকে চট্টগ্রামের ১৮টি ডিপোতে রপ্তানি পণ্য এনে কনটেইনারে ভরা হয়। এরপর ডিপোর গাড়িতে করে বন্দর নিয়ে জাহাজে তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচির কারণে সিংহভাগ রপ্তানি পণ্য পরিবহন বন্ধ হয়ে গেল।

জাহাজ কোম্পানি সূত্রে জানা গেছে, যে তিনটি কোম্পানির কনটেইনারে রপ্তানি পণ্য পরিবহন বন্ধ করে দিয়েছে, সেগুলো হলো ডেনমার্কভিত্তিক বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিপিং লাইন মায়ের্সক, হংকংভিত্তিক গোল্ড স্টার লাইন এবং ওরিয়েন্ট ওভারসিজ কনটেইনার লাইন। এসব কনটেইনারে রপ্তানি হবে—এমন পণ্য আজ বুধবার সকাল থেকে কোনো ডিপোতেই ঢোকানো হচ্ছে না। ফলে, এসব রপ্তানি পণ্যবাহী গাড়ি ডিপোর সামনে আটকে আছে।

জানতে চাইলে গোল্ড স্টার লাইনের স্থানীয় প্রতিনিধি ট্রাইডেন্ট শিপিং লাইনের জ্যেষ্ঠ মহাব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, তিনটি প্রতিষ্ঠানের কোনো কনটেইনারে রপ্তানি পণ্য বোঝাই করছে না ডিপোগুলো। হঠাৎ করে এই কর্মসূচির কারণে ডিপোগুলোর সামনে বিপুল পরিমাণ রপ্তানি পণ্য আটকা পড়তে শুরু করেছে।

ডিপোতে রপ্তানি পণ্য পাঠিয়ে তা বিদেশি ক্রেতাদের পণ্য পরিবহনের প্রতিনিধি ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের হাতে তুলে দেন রপ্তানিকারকেরা। ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাফা) পরিচালক খায়রুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সেবা মাশুল বাড়ানো নিয়ে আলোচনা চলছে। খুব দ্রুত নিষ্পত্তি হবে বলে সব ব্যবহারকারীকে জানানো হয়েছে। আলোচনা চলা অবস্থায় হঠাৎ করে এই কর্মসূচি রপ্তানি খাতে নতুন করে সংকট তৈরি করবে। তিনি জানান, বাফার সভাপতি কবির আহমেদ বিষয়টি নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে সমাধানে পৌঁছতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দ্বারস্থ হয়েছেন। খুব দ্রুত সমাধান না হলে সংকট তৈরি হবে।

বিষয়টি নিয়ে জানতে কনটেইনার ডিপো মালিক সমিতি বা বিকডার সভাপতি নুরুল কাইয়ুম খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। সংগঠনের সহসভাপতিও ফোন ধরেননি।

বিজিএমইএর প্রথম সহসভাপতি এম এ সালাম প্রথম আলোকে বলেন, ডিপোর মালিকদের মতো ব্যবসায়ী সংগঠন কীভাবে মাশুল আদায়ের জন্য রপ্তানি পণ্য পরিবহন বন্ধ করতে পারে? কিছুদিন আগে গাড়িশ্রমিকদের জন্য একবার রপ্তানি পণ্য পরিবহন কয়েক দিন বন্ধ ছিল। এখন করোনভাইরাস নিয়ে সংকট চলছে। এ অবস্থায় এ ধরনের কর্মসূচি রপ্তানি খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।